দাদার দান

- কুন্দনিভ মিত্র (Koondanibha Mitra), নাতি (Grand-son)

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

....দাদার মুখে বহুবার শোনা ম্যাকবেথের পংক্তি

জীবনে কিছু মানুষ যেন মহীরুহ হয়ে থেকে যান, মাটি আঁকড়ে, যারা ঠিক করে দেন জীবন নদী কোন খাতে প্রবাহিত হবে । আমার জীবনে প্রথম এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন মানুষটি ছিলেন আমার ঠাকুরদা যাকে আমি K.B. দাদা বলে ডাকতাম । ছবিতে, আমার অন্নপ্রাশনে দাদাকে আমায় ধরে থাকতে দেখলেও, স্মৃতিতে, দাদার আমার হাত ধরার শুরু তখন আমার বয়স তিনেক । পড়াতে বসে দুষ্টু আমিকে শাসন করতে গিয়েছিল মা । সাথে সাথে ঘটলো দাদার প্রবেশ । বললেন 'আজ থেকে আমি ওকে পড়ানোর দায়িত্ব নিলাম'। বাচ্চাদের কঠোর শাসন কোনদিনই সহ্য করতে পারেননি দাদা । বাড়ির বাইরেও বাচ্চাদের গায়ে হাত উঠলে চিরকাল উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করেছেন, একথা অনেকেরই জানা । এমন করেই আমার দাদার সাকরেদ হয়ে ওঠা ।

মনে পড়ে আমার কাকার ত্রিপুরায় যাবার সময়ের কথা (সেটাও আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা), বয়স তখন বছর পাঁচেক। কাকা বলেছিল 'কাকে নিয়ে যাব রে আমার সঙ্গে' । আমি প্রথমেই বলেছিলাম 'মাকে আর দাদাকে যেন নিয়ে যেও না' । ছোটবেলাটায় এমনই ঘনিষ্ঠতা ছিল দাদার সঙ্গে আমার ।

কত কিছুই হতো না হয়তো দাদার আনুকূল্য ছাড়া । ছোট বয়সে পাড়ায় সমবয়সীদের অভাবে খেলতে যেতে পারতাম না আমি । দাদা বললেন 'ছোট ছেলে, ঘরে বসে কেন?' । ক্রিকেট ব্যাট-উইকেট কিনে আমায় নিয়ে গেলেন মাঠে যাতে অন্য ছেলেরা আমায় খেলতে দেয় । Umpire হয়ে দেখতেন যাতে আমি খেলতে পারি । তেমনি আমার ক্লাস ফাইভ হওয়ার পর বললেন 'সাইকেল কিনে আনি, চলো' । বাড়ির লোকের অমত । আমায় রেললাইন পেরিয়ে নিয়ে গেলেন সাইকেল কিনতে চুপিচুপি | রোজ আমায় সাইকেল শেখাতে হাটা লাগাতেন । দাদা পদব্রজে চলতেন, আমি সাইকেলে ঘুরপাক খেতাম, চাঁদ যেমন পৃথিবীর যাত্রায় ঘুরপাক খেয়ে চলে তেমনি | আর ঘরে যা ছুতোর, কামার, ইলেকট্রিশিয়ান, রাজমিস্ত্রির কাজের ফরমান থাকতো তাতে প্রস্তুত থাকত কর্নেল কেবি মিত্র আর তার সার্জেন্ট আমি | এটাই বোধহয় আমার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা | দাদা চেয়েছিলেন আমি সাঁতারটাও শিখি, সেই ইচ্ছে অবশ্য আমায় অনেক বড় বয়সে পূরণ করতে হয়েছে ।

কিন্তু দাদার আমার জীবনে সবচেয়ে বড় অবদান হয়তো শিক্ষক হিসেবে । দর্শনের ছাত্র দাদার শিক্ষার দার্শনিকতা কিন্তু Cultivate করার মত । কাকার অবর্তমানে তিনতলার ঘরটা ছিল আমার আর দাদার অন্দরমহল, তাতে অন্য কারুর অনুপ্রবেশ নিষেধ । কেউ যদি ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকেও পড়ে তবে দেখতো আমি কখনো মাটিতে শুয়ে, কখনো খাটের তলায়,

কখনো বা টেবিলের ওপরে বসে পড়ছি । নির্ভেজাল স্বাধীনতা ও আনন্দ ছিল পড়ার মধ্যে | আমি প্রথমে কিছু পড়ে বুঝতে চেষ্টা করতাম, না বুঝলে তবে দাদার কাছে নিয়ে যেতাম । আর Jack of all Trades দাদা তখন আমায় বুঝিয়ে দিতেন । কি কঠোর পরিশ্রম করে ইংরাজি শিখিয়েছিলেন আমায় । এক একটি ইংরেজি বই পড়ে অনুবাদ লিখে রাখতেন যাতে আমি নিজে থেকে পড়তে পারি । এমন করেই ইংরেজিতে শেক্সপিয়ার থেকে বাংলায় শরৎ-বঙ্কিম, রবি-নজরুলের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠা আমার । মাধ্যমিক পর্যন্ত দাদাই ছিল আমার একমাত্র Tutor | দাদার শেখানো ইংরেজি–অংকর পসার বহন করে আজও দিন গুজরান করি আমি। দাদা শুধু আর রইল না ।

আমার কলেজে যাবার সময় দাদা বলেছিলেন 'আমার নাতিকে যদি কোন institute না নেয়, তবে ক্ষতি সেই ইনস্টিটিউটের' । অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা ছিল দাদার ছেলেপুলে ও নাতি-নাতনিদের প্রতি । আশা করি তোমার আস্থা আমি রাখতে পেরেছি । আজ পড়ে আছি বিদেশ-বিভুঁইয়ে । এক মরণব্যাধিতে পৃথিবী আজ থরথরিকম্প, আমি আসতেও পারিনি একবার তোমায় দেখতে | তুমি চেয়েছিলে বোধহয় আমি 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' ফিরে আসি । তোমার চলে যাওয়ার আগে সেই ইচ্ছে পূরণ করতে পারিনি আমি, শেষ দিনগুলোতে পাশে থাকতেও পারিনি | তবু একটাই শান্তি পাই । তুমি চেয়েছিলে আমি গবেষক (বিজ্ঞানী) হই । আমার গবেষণার প্রমাণপত্র ও পান্ডুলিপি তোমার হাতে তুলে দিয়ে যেতে পেরেছি শেষবারে, আশা করি খুশি হয়েছিল ।

আমি পরলোকে বিশ্বাস করিনা, দাদাও করতেন না । তবু এই সময়গুলোতে যেন ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করতে । মনে হয় 'বল্লু–দাদা' ডাকটা যদি আর একবার শুনতে পেতাম । তোমার শেখানো 'Elegy' কবিতাটি quote করে বলতে ইচ্ছে হয়

Large was his bounty, and his soul sincere,
Heaven did a recompense as largely send:
He gave to Misery all he had, a tear,
He gained from Heaven ('twas all he wished) a friend.

Pensioner's Association এর President হিসেবে যে চলে যেতে হয় সে আগাম বাণী আগেই শুনিয়ে গিয়েছিলে তুমি । ভালো থেকো তো আর বলা হলো না, আমরা ভালো থাকব এই প্রতিজ্ঞা করলাম । তোমার মতই বলিষ্ঠতার প্রতীক 'বলদেব' হয়ে ওঠার চেষ্টা করব, এবং তুমি আমাদের জীবনকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিলে তেমনি সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে যাবো অন্যদের জীবনকে, এটাই রইল আমার অঙ্গীকার ।